সমকাল

07 NOV 2013

স্কুল ভর্তিতে বাড়তি টাকা আদায়

তিন অধ্যক্ষের 'শাস্তি' শুধুই কাগুজে আদেশ

■ সাব্বির নেওয়াজ

রাজধানীর তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নেওয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'শাস্তি' নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগে এই তিন অধ্যক্ষের এমপিওভুক্তি স্থগিত করা হয়েছিল। গত বছরের ১২ ডিসেম্বর এ আদেশ জারির পর থেকে অধ্যক্ষরা নিজ নিজ বেতনের সরকারি অংশ পাচ্ছেন না। এদিকে এমপিওভুক্তি স্থগিতের কারণে তারা সরকার থেকে যে টাকা পাচ্ছেন না, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে পাচ্ছেন। এ কারণে সরকারি অংশের বেতনের প্রতি তাদের আগ্রহ অনেকাংশেই কম। তিন অধ্যক্ষের মধ্যে অবশ্য একজন এপ্রটেনশনে থাকায় তিনি নিয়ম অনুযায়ী সরকারি বেতন পাওয়ার উপযুক্ত নন। এদিকে, অধ্যক্ষরা সরকারি বেতন নিতে অনাগ্রহী হওয়ায় এবং প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বিভিন্ন খাতে বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দেওয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া বাড়তি টাকা সমন্বয়ে গড়িমসি লক্ষ্য করা গেছে। এ পরিস্থিতিতে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

তিন অধ্যক্ষের 'শাস্তি' শুধুই

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সরকারি এ শাস্তি শুধুই কাগুজে আদেশ বলে মনে করছেন অভিভাবকরা।

সরকারি আদেশে এমপিওভুক্তি স্থগিত থাকা এ তিন অধ্যক্ষ হলেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জু আরা বেগম, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম এবং মনিপুর হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. ফরহাদ হোসেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শাখা জানায়, মনিপুর হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ ২০১২ সালে প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তিতে সর্বমোট ৯ কোটি ৩১ লাখ ২৮ হাজার ১০০ টাকা বাড়তি আদায় করে। যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এ এস মাহমুদের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির অনুসন্ধানে তা ধরা পড়ে। এর পর বাড়তি টাকা অভিভাবকদের ফেরত দিতে মন্ত্রণালয় কয়েকবার সময়সীমা বেঁধে দিলেও প্রতিষ্ঠানগুলো তাতে কর্ণপাত না করায় গত বছরের ১২ ডিসেম্বর থেকে অধ্যক্ষদের এমপিওভুক্তি স্থগিত করা হয়।

জানা গেছে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন স্কেল ২২ হাজার ২৫০ টাকা। মূল বেতনের সঙ্গে একটি ইনক্রিমেন্ট ৯০০ টাকা, বাড়িভাড়া ৫০০ টাকা ও মেডিকেল বাবদ পাওনা ৩০০ টাকা। মোট ২৩ হাজার ৯৫০ টাকা এ তিন অধ্যক্ষ সরকার থেকে পাচ্ছেন না।

জানা গেছে, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জু আরা বেগম বর্তমানে এপ্রটেনশনে রয়েছেন, যে কারণে তিনি এমনিতেই সরকারি বেতন পাওয়ার উপযুক্ত নন। ফলে এ নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। ভিকারুননিসার নিজস্ব বেতন স্কেল অনুসারে তাদের সর্বোচ্চ বেতন স্কেল ২২ হাজার ৫০০ টাকা। এ হিসাবে অধ্যক্ষ বর্তমানে প্রায় ৪৫ হাজার টাকার বেশি বেতন পাচ্ছেন নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে। এর বাইরেও মোবাইল ফোনের বিল, বিভিন্ন ভাতা, সম্মানী ও মিটিং অ্যালাউন্স মিলিয়ে তিনি আরও টাকা পান। নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে চালক, জ্বালানি খরচসহ সার্বক্ষণিক তিনি গাড়ি পান। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে অধ্যক্ষের বাসভবন রয়েছে। যদিও বর্তমান অধ্যক্ষ এটি ব্যবহার করেন না।

অধ্যক্ষ মঞ্জু আরা বেগম সমকালকে বলেন, ভর্তিতে নেওয়া বাড়তি টাকা গত জানুয়ারি থেকে শিক্ষার্থীদের প্রদেয় বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সরকারি বেতন বন্ধ থাকলেও মতিঝিলের আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি মাসে এক লাখ ৫৫ হাজার টাকা গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি কলেজ থেকে বেতন নেন ৫৫ হাজার টাকা। এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা ক্যাম্পাসের তদারকি ভাতা গ্রহণ করেন। মতিঝিল মূল শাখার বাংলা মিডিয়াম থেকে ২৫ হাজার, ইংলিশ মিডিয়াম থেকে ২০ হাজার, বনশ্রী শাখার বাংলা ও ইংলিশ মিডিয়াম থেকে ২০ হাজার করে ৪০ হাজার এবং ঘুণদাপাড়া শাখা তদারকি বাবদ ২০ হাজার টাকা তিনি প্রতি মাসে তুলে নেন। অধ্যক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহার করেন। স্কুলের অভ্যন্তরে অধ্যক্ষের জন্য বাসভবন রয়েছে।

অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম বর্তমানে হজব্রত পালনের জন্য দেশের বাইরে থাকায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এ প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির প্রভাবশালী সদস্য ও মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম আশরাফ তালুকদার সমকালকে বলেন, তারা সর্বশেষ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সরকার অধ্যক্ষের বেতনের যে অংশ স্থগিত রেখেছে, তারা প্রতিষ্ঠান থেকে সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে দেবেন। তিনি বলেন, 'আমরা চিঠি দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বলেছি অধ্যক্ষের এমপিওভুক্তি চালু করে দিতে। কারণ, আমরা মাসে মাসে শিক্ষার্থীদের দেওয়া বেতনের সঙ্গে আগের বছরের নেওয়া অতিরিক্ত টাকা সমন্বয় করা শুরু করেছি।'

মনিপুর স্কুলের অধ্যক্ষ মো. ফরহাদ হোসেনও প্রায় ৬০ হাজার টাকা বেতন পান। এর বাইরে সার্বক্ষণিক গাড়িসহ তিনি প্রতিষ্ঠান থেকে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। কয়েক দিন আগে সমকালের সঙ্গে আলাপকালে এমপিওভুক্তি স্থগিত করা নিয়ে তিনি বলেন, ১০ মাস ধরে তিনি সরকারি বেতন পান না। প্রতিষ্ঠান থেকেও ওই বেতন তাকে দেওয়া হয় না। তিনি একবার ভেবেছিলেন, উচ্চ আদালতে মামলা করবেন। তবে মামলা করতে গভর্নিং বডির অনুমতি প্রয়োজন হয় বিধায় তিনি সেসব ঝামেলায় যাননি। এ ব্যাপারে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের আহ্বায়ক জিয়াউল কবির মৃদু সমকালকে বলেন, বাড়তি টাকা নেওয়ায় তিন অধ্যক্ষের এমপিও স্থগিত খুবই হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এটাকে 'শাস্তি' মনে করার কোনো কারণই নেই। তবে ইতিবাচক দিক হলো, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বেতনের সঙ্গে আগে নেওয়া বাড়তি অর্থের সমন্বয় শুরু করেছে।